ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন

www.dncc.gov.bd

এক নজরে করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম
(১২ এপ্রিল ২০২০, রবিবার পর্যন্ত)

তরল জীবাণুনাশক স্প্রে

- আজ ১২ এপ্রিল রবিবার পর্যন্ত ১০টি ওয়াটার বাউজারের (পানির গাড়ি) সাহায্যে মোট ৩১৬ বার ব্লিচিং পাউডার মিশ্রিত জীবাণুনাশক তরল ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন এলাকার প্রধান প্রধান সড়ক, ফুটপাত, ফুটওভারব্রিজ, কোয়ারেন্টাইন্ড এলাকা, গুরুত্বপূর্ণ হাসপাতাল ও উন্মুক্ত স্থানে ছিটানো হয়।
- এ পর্যন্ত মোট ২৯ লক্ষ ১৬ হাজার লিটার তরল জীবাণুনাশক প্রায় ৪ কোটি ৩৭ লক্ষ বর্গফুট এলাকায় ছিটানো হয়।
- প্রতিটি ওয়ার্ডের অলি-গলিতে, বস্তিতে, মসজিদের সামনে, হ্যান্ড স্প্রে ও হুইলব্যারো মেশিনের সাহায্যে তরল জীবাণুনাশক স্প্রে করা হচ্ছে।
- মহাখালী ও গাবতলী টার্মিনালে আন্তঃজেলা বাসগুলোতে জীবাণুনাশক স্প্রে করা হয়।
- আজ ১২ এপ্রিল রবিবার ১০টি ওয়াটার বাউজারের সাহায্যে মোট ১৮ বার ব্লিচিং পাউডার মিশ্রিত জীবাণুনাশক তরল ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন এলাকার প্রধান প্রধান সড়ক, ফুটপাত, ফুটওভারব্রিজ, কোয়ারেন্টাইন্ড এলাকা, গুরুত্বপূর্ণ হাসপাতাল ও উন্মুক্ত স্থানে ছিটানো হয়। আজ মোট ১ লক্ষ ৫৪ হাজার লিটার তরল জীবাণুনাশক প্রায় ২৩ লক্ষ বর্গফুট এলাকায় ছিটানো হয়।

হাত ধোয়া কার্যক্রম

- বিভিন্ন জনসমাগমস্থলে এবং শতাধিক স্থানে হাত ধোয়ার জন্য সাবান, পানি ও বেসিন এর ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- ডিএনসিসির অধীনে LIPUC Project (প্রান্তিক জনগণের জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প) ইউএনডিপি এর সহায়তায় কড়াইল, ভাষানটেক, বাউনিয়াবাধ ও ধামালকোট বস্তির মোট ৬৪টি স্থানে হাত ধোয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ব্লিচিং পাউডার, হ্যান্ড স্যানিটাইজার ও সাবান বিতরণ

- দরিদ্র ও স্বল্প আয়ের লোকজনের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ (কাউন্সিলরদের মাধ্যমে)
    - ✓ ৩ হাজার ১৫০ কেজি ব্লিচিং পাউডার;
    - ✓ ৪০ হাজার পিস সাবান;
    - ✓ ২৫০ লিটার হ্যান্ড স্যানিটাইজার
- ক্রয় প্রক্রিয়াধীন রয়েছে
    - ✓ ব্লিচিং পাউডার ৬০ টন;
    - ✓ হাত ধোয়া সাবান ৪৪ হাজার পিস;
    - ✓ হ্যান্ড সেনিটাইজার ৫০ লিটার
- বস্তি এলাকায় LIPUC Project (প্রান্তিক জনগণের জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প) ইউএনডিপি কর্তৃক ২ লক্ষ ৫০ হাজার সাবান বিতরণ করা হবে।

জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম

- করোনা ভাইরাস সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার জন্য প্রতিটি ওয়ার্ডে মাইকিং করা হচ্ছে। মসজিদ ও অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মাইকের মাধ্যমেও জনসাধারণকে ঘরে অবস্থান করার আহ্বান জানানো হচ্ছে।
- জাতীয় দৈনিক পত্রিকাসমূহে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ সম্পর্কিত সচেতনতামূলক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়েছে।
- করোনা ভাইরাস সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ডিএনসিসির সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারণা অব্যাহত আছে।
- বিভিন্ন স্থানে সচেতনতামূলক ৫০ হাজার স্টিকার লাগানো হয়েছে।
- করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের শুরুতে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে করোনা ভাইরাস সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সচেতন করা হয়।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে স্থাপিত ক্ষণগণনাযন্ত্রে করোনা ভাইরাস সম্পর্কিত জনসচেতনতামূলক ভিডিও প্রচার করা হচ্ছে।
- ডিএনসিসি এলাকায় স্থাপিত অন্যান্য এলইডি স্ক্রিনের মাধ্যমে করোনা ভাইরাস সম্পর্কিত জনসচেতনতামূলক বার্তা ও ভিডিও প্রচার করা হচ্ছে।

<u>করোনা সংক্রান্ত তথ্য ও পরামর্শ সেবা কেন্দ্র</u>

- ডিএনসিসির নগর ভবনে একটি সার্বক্ষণিক নিয়ন্ত্রণ কক্ষ চালু করা হয়েছে।
- এছাড়া ৫টি অঞ্চলে করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত চিকিৎসা-তথ্য ও পরামর্শ সেবা চালু করা হয়েছে। নগরবাসী এসব সেবাকেন্দ্রে ফোন করে করোনাভাইরাস সংক্রান্ত চিকিৎসা তথ্য ও পরামর্শ নিতে পারবেন। নিয়ন্ত্রণ কক্ষ এবং চিকিৎসা-তথ্য ও সেবা কেন্দ্রগুলো ২৪×৭ খোলা আছে।

<u>অসহায়, দুস্থ ও ছিন্নমূল মানুষদেরকে খাদ্যদ্রব্য বিতরণ</u>

- ডিএনসিসি, ওয়ার্ড কাউন্সিলরগণ এবং অন্যান্যের উদ্যোগে আজ ১২ এপ্রিল পর্যন্ত মোট ৬৪ হাজার ৬৬৭ অসহায় ও দুঃস্থ পরিবারের মধ্যে খাদ্যদ্রব্য বিতরণ করা হয়।
- বিভিন্ন বস্তিতেও রান্না করা খাবার বিতরণ করা হয়।
- <u>আজ ১২ এপ্রিল ডিএনসিসি, বিভিন্ন ওয়ার্ড কাউন্সিলর এবং অন্যদের ব্যক্তিগত উদ্যোগে ৩ হাজার ৪৭৩টি পরিবারকে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হয়।</u>

<u>পরিচ্ছন্নতাকর্মী ও মশক কর্মীদের সুরক্ষা-সামগ্রী প্রদান</u>

- পরিচ্ছন্নতাকর্মী ও মশককর্মীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য বিতরণ
  - ✓ ১ হাজার জোড়া গামবুট;
  - ✓ ৫ হাজার জোড়া উন্নত মানের লম্বা গ্লাভস;
  - ✓ ৮ হাজার মাস্ক;
  - ✓ ৫ হাজার স্মার্ট জ্যাকেট (স্বাস্থ্যকর্মী ও হাসপাতালসমূহের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কাজে নিয়োজিত পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের জন্য)।

<u>সামাজিক দূরত্ব (Social Distancing) নিশ্চিতকরণ</u>

- সরকারের নির্দেশনা মতে জনগণকে ঘরে অবস্থান ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য ডিএনসিসি, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও পুলিশ বাহিনীর সদস্যরা সমন্বিতভাবে সমগ্র এলাকায় টহল।
- একান্ত জরুরি প্রয়োজন ব্যতিত ঘরের বাইরে না যাওয়ার জন্য এলাকায় ব্যাপক মাইকিং এবং টহল।
- মসজিদে আজান দেওয়ার পরে প্রতি ওয়াক্তে সর্বোচ্চ ৫ জন এবং জুমায় সর্বোচ্চ ১০ জন নিয়ে জামাত করার সিদ্ধান্ত। জনগণ বাড়িতে নামাজ পড়ার অনুরোধ করা হয়।

সঙ্গানিরোধ (Quarantine) নিশ্চিতকরণ

- বিদেশ থেকে আগত যাত্রী যারা ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতায় কোয়ারেন্টাইন্ড অবস্থায় আছেন তাদের জিআইএস ম্যাপিং করা হয় এবং হটস্পট চিহ্নিত করা হয়।
- করোনা ভাইরাসের গণসংক্রমণ রোধে বিদেশ প্রত্যাগত ব্যক্তিদের সঙ্গানিরোধ (Quarantine) নিশ্চিত করার জন্য প্রত্যেক ওয়ার্ডে ওয়ার্ড কাউন্সিলরের নেতৃত্বে কমিটি গঠন করা হয়েছে।
- ওয়ার্ড কাউন্সিলর, ডিএনসিসির কর্মকর্তা, সেনাবাহিনী ও পুলিশ সদস্যগণ সমন্বিতভাবে বাড়ি-বাড়ি গিয়ে হোম কোয়ারেন্টাইন নিশ্চিত করছেন।
- করোনা ভাইরাস এর মারাত্মক সংক্রমণ থেকে জনসাধারণকে রক্ষা করার উদ্দেশে এবং সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করার স্বার্থে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের কবরস্থানসমূহে কবর জিয়ারত, দোয়া, মোনাজাত ইত্যাদি সাময়িকভাবে বন্ধ রয়েছে।

দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ও মোবাইল কোর্ট পরিচালনা

- কালোবাজারি, মজুদদারী ও অহেতুক দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি রোধ করার জন্য ২০টি মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হচ্ছে।
- আতংকিত হয়ে অতিরিক্ত খাদ্যশস্য ক্রয় ও মজুদ না করার জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে।

সরকারি বরাদ্দ প্রাপ্তি

- করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ মোকাবেলা ও পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমের জন্য ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের অনুকূলে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক ৩ কোটি টাকা বরাদ্দ।
- জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঢাকা (দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগ) থেকে ১০০ মেট্রিক টন চাল এবং ১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ।
- জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঢাকা (দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগ) থেকে ১০ এপ্রিল তারিখে ২০০ মেট্রিক টন চাল, ৮ লক্ষ টাকা এবং ১ লক্ষ টাকা শিশু খাদ্য বাবদ বরাদ্দ।
- মানবাধিকার কমিশন থেকে হিজড়াদের জন্য ৪২৫ জনের জন্য ১প্যাকেট করে ত্রাণসামগ্রী বরাদ্দ দেওয়া হয়। প্রতিটি প্যাকেটে চাল ৫কেজি, আটা ২কেজি, আলু ২কেজি, পিয়াজ ১কেজি, মুশুর ডাল ১কেজি, চিনি ১কেজি, লবন ১/২কেজি, সয়াবিন তেল ১লিটার, মুড়ি ১ প্যাকেট ও সাবান ১টি থাকবে।

করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হয়ে মৃত ব্যক্তির দাফন ও সৎকার

❖ করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তির দাফনের জন্য ডিএনসিসির আওতাধীন খিলগাঁও-তালতলা কবরস্থান নির্ধারণ।

কোভিড-১৯ পরিস্থিতি (১২ এপ্রিল ২০২০)

ক্রমিক		পূর্বদিন পর্যন্ত	বর্তমান তারিখে সংখ্যা	মোট সংখ্যা	মন্তব্য
১।	আক্রান্ত	১০	০	১০	
২।	বাড়িতে কোয়ারেন্টাইন	২১৮৮	৩৪০	২৫২৮	
৩।	প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইন	০	০	০	
৪।	আইসোলেশন	৯	০	৯	
৫।	কোয়ারেন্টাইন/আইসোলেশন থেকে ছাড়প্রাপ্ত	১২	০	১২	
৬।	আরোগ্যলাভকারী	৩	০	৩	
৭।	মৃত্যুবরণকারী	৩	০	৩	
৮।	১ মার্চ থেকে বিদেশ প্রত্যাগত	২৪৯২	০	২৪৯২	
৯।	ঠিকানা ও অবস্থান চিহ্নিত বিদেশ প্রত্যাগত ব্যক্তি	১১৪৬	৩৩৫	১৪৮১	